সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৮
WEEKLY BOOKLET: 428

বিনা হিসাবে ক্ষমা পাওয়ার আমল

(পর্ব: ১)

প্রতি হাজারের সাথে ৭০ হাজার জান্নাতী ০৪
সফল ব্যবসায়ী ১১
অন্ধদের জন্য সুসংবাদ ১৫
শিক্ষার্থী, অনুগত স্ত্রী এবং সন্তান ১৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

বিনা হিসাবে ক্ষমা পাওয়ার আমল (পর্ব: ১)

আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **“বিনা হিসাবে ক্ষমা পাওয়ার আমল (পর্ব: ১)”** পড়বে বা শুনবে, তাকে এমন আমল করার তৌফিক দান করুন যেন সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে এবং তার পিতা-মাতার সাথে বিনা হিসাবে ক্ষমা লাভ করে।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী: “যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ সহকারে তিনবার দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ পাকের উপর হক তিনি তার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (মু'জামুল কাবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উককাশা এগিয়ে গেলেন

রাসূলুল্লাহর সাহাবী হযরত সাঈদ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন: “আমার কাছে বিভিন্ন উম্মত পেশ করা হলো। কোনো নবী

এমনভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন যে তার সাথে মাত্র একজন ব্যক্তি ছিল, কোনো নবীর সাথে দুইজন, কোনো নবীর সাথে একটি দল এবং কোনো নবীর সাথে একজনও ছিল না। তারপর আমি একটি বিশাল জনসমাগম দেখলাম যা পৃথিবীর কিনারা পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। আমি আশা করলাম যে এটি আমার উম্মত। আমাকে বলা হলো, এটি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এবং তার সম্প্রদায়। তারপর আমাকে বলা হলো: দেখুন! অতঃপর আমি একটি বিশাল জনসমাগম দেখলাম যা পৃথিবীর কিনারা পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। আমাকে আবার বলা হলো: (এদিক) দেখুন (ওদিক) দেখুন, আমি (এদিক ওদিক) দেখলাম তো একটি বিশাল জনসমাগম ছিল যা পৃথিবীর কিনারা পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। এরপর আমাকে বলা হলো, এগুলো আপনার উম্মত এবং 'তাদের সাথে আরও ৭০ হাজার ব্যক্তি রয়েছে যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।" এটি শুনে (সাহাবীয়ে রাসূল) হযরত উককাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللہُ عَنْہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কি সেই লোকদের (বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারীদের) অন্তর্ভুক্ত? তখন আল্লাহ পাকের দানে গায়েবের খবর দানকারী প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: "হ্যাঁ!" তারপর অন্য একজন ব্যক্তি আরয করলেন: আমি কি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন: "উককাশা তোমার থেকে এগিয়ে গেছে।"

(বুখারী, ৪/৩৫, হাদিস: ৫৭৫২)

بِلا حساب ہو جنّت میں داخِلہ یارب　　پڑوس خُلد میں سرور کا ہو عطا یارب

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখিলা ইয়া রব
পড়োস খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম

হযরত সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, আমি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আমার সাহাবীদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এমন পুরুষ ও মহিলা থাকবেন যারা বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।" এরপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ

(পারা ২৮, সূরা জুমুআ, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তাদের মধ্য থেকে অন্যান্যদেরকে পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন তাদেরকে, যারা এখনো পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি।

(মু'জামুল কাবীর, ৬/২০১, হাদিস: ৬০০৫)

ہر صحابیِ نبی جنّتی جنّتی
سب صحابیات بھی جنّتی جنّتی

হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

তুমি বিনা হিসাবে ক্ষমা করো

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "আমার আল্লাহ পাক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের ৭০ হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাব ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের প্রতি হাজারে আরও ৭০ হাজার করে থাকবে এবং আমার আল্লাহ পাকের মুষ্ঠিতে (যেমন

তার শানের উপযুক্ত) তিনটি মুষ্ঠি (আরও থাকবে)।”

(তিরমিযী, ৪/১৯৮, হাদিস: ২৪৪৫)

হাদিসে পাকের ব্যাখ্যা: প্রথম ৭০ হাজার ছিল যারা তাদের নেক আমলের কারণে বিনা হিসাবে জান্নাতী হয়েছে। আর দ্বিতীয় ৭০ হাজার হলো যারা তাদের পূর্ববর্তীদের সেবার ও তাদের নৈকট্যের কারণে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। ফুলের তোড়ায় ঘাস বাঁধা থাকলে সেটিও ইজ্জত পায়, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের সাথে অসংখ্য লোক থাকবে যারা তাদের খাতিরে ক্ষমা পাবে। 'মুষ্ঠি' বলতে উদ্দেশ্য হলো অগণিত, কারণ যখন কাউকে না গুণে, না মেপে দিতে হয়, তখন মুষ্ঠি ভরে ভরে' দেওয়া হয়। অথবা বলুন যে, এই হাদিস মুতাশাবিহাত (যার অর্থ স্পষ্ট নয়) এর অন্তর্ভুক্ত, নতুবা আল্লাহ পাক মুষ্ঠি থেকে পবিত্র। (মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৩৯২, ৩৯৩)

مجھے بخش دے بے سبب یاالٰہی　　نہ کرنا کبھی بھی غضب یاالٰہی

মুঝে বখশ দেয় বে সবব ইয়া ইলাহী
না করনা কভী ভী গযব ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১১ পৃ:)

প্রতি হাজারের সাথে ৭০ হাজার জান্নাতী

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমার আল্লাহ আমার কাছে আমার উম্মত সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলেন যে, আমি তাদের সাথে কী করব? আমি বললাম: হে আমার রব! তুমি যা ইচ্ছা করো, কারণ তারা তোমার সৃষ্টি এবং তোমার বান্দা।” আল্লাহ পাক বললেন: “হে মুহাম্মদ! আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে চিন্তিত করব না।” এবং আল্লাহ করীম আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম ৭০ হাজার জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতিটি

হাজারের সাথে আরও ৭০ হাজার থাকবে, তাদের সকলের উপর কোনো হিসাব-নিকাশ থাকবে না।” (মুসনদে আহমদ, ৯/৯৪, হাদিস: ২৩৩৯৬)

আরেকটি বর্ণনায় আছে: “নিশ্চয়ই আমি আশা করি যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি এবং তোমার নেককার সন্তান ও স্ত্রীরা জান্নাতে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিবে না।” (মুসনদে আহমদ, ৫/৪৭৯, হাদিস: ১৬২১৫, সংগৃহীত)

৪০০ কোটি ৯০ লাখ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: “আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের খাতিরে প্রতি একজনের সাথে আরও ৭০ হাজার এবং আল্লাহ পাক তাদের সাথে আরও তিনটি দল দিবেন। প্রতিটি দলে কতজন থাকবে তা জানা নেই, তার হিসাব তিনিই জানেন।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪১৯, হাদিস: ১৭০৬; তিরমিযী, ৪/১৯৮, হাদিস: ২৪৪৫)

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের রহমত ও তার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর উৎসর্গ হোন যে, তিনি তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে আমাদের মত নবীর গোলামদের কত সৌভাগ্য দান করেছেন। আহ! যদি আমাদের নামও সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত যারা বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে যাবে। কারণ আমাদের নিজেদের কাছে নেকীর ‘ন’ও নেই। আল্লাহ পাক যদি দয়া করেন তবে আমাদের পাপীদের ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা উম্মতে মুহাম্মদীতে জন্ম নেওয়ার জন্য তার শোকরিয়া আদায় করি, কারণ যে আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আল্লাহ পাক তাকে তাঁর নেয়ামতসমূহ আরও বাড়িয়ে দেন।

شکر ادا ہو کیونکر تیرا پیارے نبی کی اُمّت میں　　مجھ سے نکمّے کو بھی پیدا تو نے اے رحمٰن کیا

শুকর আদা হো কিউকর তেরা পিয়ারে নবী কী উম্মত মেঁ
মুঝ সে নিকেম্মে কো ভী পয়দা তু নে এ রহমান কিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯৬ পৃ:)

ভালো ধারণা, ভালো ফল

আমরা আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখি যে, তিনি কেবল তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের বিনা হিসাব-নিকাশে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। কারণ হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করি।" (বুখারী, ৪/৫৭৪, হাদিস: ৭৫০৫) অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সম্পর্কে যে যেমন ধারণা রাখবে, আল্লাহ পাক তার সাথে তেমনই আচরণ করবেন। আমরা তার পবিত্র সত্তার কাছে আশা করি যে, তিনি তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে অবশ্যই আমাদেরকে তাঁর রহমতে জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করাবেন।

نہ کرنا حشر میں پُرسِش مِری ہوبے سبب بخشش　　عطا کر باغِ فردوس از پئے شاہِ اُمَم مولیٰ

না করনা হাশর মেঁ পুরসীশ মেরি হো বে সবব বখশিশ
আতা কর বাগে ফেরদৌস আয পিয়ে শাহে উমাম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃ:)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের প্রতি কেমন আশা ও ভরসা রেখেছিলেন যে, তিনি লিখেছেন:

ہے یہ امّید رضؔا کو تِری رحمت سے شَہا　　نہ ہو زِندانیِ دوزخ ترا بندہ ہو کر

হ্যা ইয়ে উমেদে রেযা কো তেরি রহমত সে শাহা
না হো যিনদানীয়ে দোযখ তেরা বান্দা হো কর

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭০ পৃ:)

শব্দার্থ: শাহা: বাদশাহ। যিন্দানী: কয়েদী।

কালাম-ই-রযার ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আপনার দরবারের গোলাম এবং যে আপনার গোলাম, সে কীভাবে জাহান্নামে যাবে? কারণ আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার অনেক মহান মর্যাদা ও শান-শওকত আছে, তাই এই সম্মান ও মর্যাদায় আমার এই আশা যে, আমি জাহান্নামে যাব না, বরং আপনার সুপারিশে জান্নাতে ঠাঁই পাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আমলসমূহের বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন কিছু নেক আমলের বর্ণনা করা হচ্ছে, যেই নেক আমলগুলোর উপর আমলকারীদের ব্যাপারে হাদিসে মুবারকায় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবানে বিনা হিসাব ও নিকাশে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের একনিষ্ঠতা ও অটলতার সাথে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী নেক কাজ করার তৌফিক দান করুক এবং বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

﴾১﴿ আউলিয়াদের শান

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: “যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে এক উন্মুক্ত ময়দানে একত্রিত করবেন,

তখন একজন ঘোষক (অর্থাৎ ঘোষণাকারী) আরশের নিচ থেকে ডাকবেন: আল্লাহ পাকের মা'রিফাত (অর্থাৎ পরিচয়) লাভকারীরা কোথায়? কল্যাণকারীরা কোথায়? মানুষের মধ্যে থেকে একটি দল উঠবে এবং আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াবে। আল্লাহ পাক বলবেন, যদিওবা তিনি ভালোকরেই জানেন: তোমরা কে? তারা বলবে: আমরা তোমার মা'রিফাত লাভকারী, যাদের তুমি তোমার মা'রিফাত দান করেছো এবং এর উপযুক্ত করেছো। আল্লাহ পাক বলবেন: তোমরা সত্য বলেছো। তারপর বলবেন: তোমাদের উপর কোনো জিজ্ঞাসা নেই, আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো।" রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: "আল্লাহ পাক তাদের কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবেন।" (আত-তাযকিরাহ লিল-কুরতুবী, ৩৬০ পৃ:) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

مجھے اولیا کی محبّت عطا کر تُو دیوانہ کر غوث کا یاالٰہی

মুঝে আউলিয়া কী মুহাব্বত আতা কর তু দিওয়ানা কর গউস কা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃ:)

(২, ৩) শহীদগণ এবং ক্ষমাশীলগণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাণী: "যখন বান্দাদেরকে হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন কিছু লোক তাদের ঘাড়ে তলোয়ার ঝুলিয়ে আসবে যাদের থেকে রক্ত ঝরছে। এই লোকেরা জান্নাতের দরজায় ভিড় করবে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এরা কারা? বলা হবে যে, এরা শহীদগণ যারা জীবিত ছিল, তাদের রিযিক দেওয়া হয়েছিল। তারপর একজন ঘোষক (অর্থাৎ ঘোষণাকারী) ডাকবেন:

যার পুরস্কার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দায়িত্বে আছে সে দাঁড়িয়ে যাক এবং জান্নাতে প্রবেশ করুক। বলা হবে: কে যার পুরস্কার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দায়িত্বে আছে? ঘোষক বলবেন: মানুষের ভুল ক্ষমাকারীরা। ঘোষক আবার ডাকবেন: যার পুরস্কার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দায়িত্বে আছে সে দাঁড়িয়ে যাক এবং জান্নাতে প্রবেশ করুক। কেউ জিজ্ঞাসা করবে: কে যার পুরস্কার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দায়িত্বে আছে? ঘোষক বলবেন: মানুষের ভুল ক্ষমাকারীরা। তারপর তৃতীয়বার ডাক দিবেন: যার পুরস্কার আল্লাহ করীমের অনুগ্রহের দায়িত্বে আছে সে দাঁড়িয়ে যাক এবং জান্নাতে প্রবেশ করুক। তখন হাজার হাজার লোক দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (মু'জামুল আওসাত, ১/৫৪২২, হাদিস: ১৯৯৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু লোকের মেজাজ ম্যাচের কাঠির মতো হয়ে থাকে যে, সামান্য ঘষাতেই জ্বলে ওঠে। রাগের সময় মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে সঠিক ও ভুল (অর্থাৎ পার্থক্য) ভুলে যায়। রাগের অবস্থায় কোনো শান্ত স্থান যেমন মক্কা-মদীনা, কাবা শরীফ বা সবুজ গম্বুজের কল্পনা করুন, এই কল্পনা যত বাড়বে, اِنْ شَآءَ الله আপনার রাগ ততটাই কমতে থাকবে। যদিও কেউ আপনাকে যতই কষ্ট দিক, মন খারাপ করুক আপনি ক্ষমা ও উদারতার সাথে কাজ নিন এবং তার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করার চেষ্টা করুন। আহ! যদি আমাদের মধ্যে এই আবেগ তৈরি হয় যে, আমরা নিজেদের এবং আমাদের নফসের জন্য রাগ করা সম্পূর্ণ ছেড়ে

দিতাম। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তাঁর রহমতে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিক।

تُو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جُرم   دیتا ہوں واسِطہ تجھے شاہِ حِجاز کا

তু বে হিসাব বখশ কেহ হ্যা বে শুমার জুরম

দেতা হুঁ ওয়াস্তা তুঝে শাহে হিজায কা। (যওকে নাত, ১৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

﴾৪ থেকে ৬﴿ আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং সৎব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ

স্বীয় উম্মতকে ভালোবাসাকারী প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: “আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন মানুষদের এমন খোলা ও সমতল ময়দানে একত্রিত করবেন যেখানে আহ্বানকারীর আহ্বান সবাই শুনতে পাবে এবং দর্শকদের দৃষ্টি সবার কাছে পৌঁছাবে। তারপর একজন আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে ডাকবেন: তারা কোথায় যারা সুখ ও দুঃখে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করত? অল্পকিছু লোক দাঁড়াবে এবং বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আহ্বানকারী আবার ডাকবেন: তারা কোথায় যাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে দূরে থাকত? তারপর অল্প কিছু লোক দাঁড়াবে এবং এরাও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আহ্বানকারী আবার ডাকবেন: তারা কোথায় যাদের কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন করেনি? তারপর অল্প কিছু লোক দাঁড়াবে এবং এরাও বিনা হিসাব-নিকাশে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর বাকি সকল সৃষ্টি দাঁড়িয়ে

থাকবে এবং তাদেও কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে।” (কিতাবুজ জুহদ লিহান্নাদ, ১৩৪ পৃ:, হাদিস: ১৭৬) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجا ہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شکرِ خالق کس طرح سے ہو ادا　　اِک زباں اور نعمتیں بے اِنتہا

শুকরে খালিক কিস তরাহ সে হো আদা

ইক যবাঁ আওর নেয়ামতে বে ইন্তেহা। (যওকে নাত, ৩১২ পৃ:)

সফল ব্যবসায়ী (Business Man)

যে সকল ব্যবসায়ীগণ কাজের সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে কাজ ছেড়ে নামাযের জন্য চলে যান এবং আল্লাহ পাকের পথে এই আয়াতের

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ৩৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ সব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করে না কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, না বেচা-কেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায কায়েম রাখা ও যাকাত প্রদান করা থেকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمَا বাজারে ছিলেন, মসজিদে নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হলো। তখন তিনি দেখলেন যে, বাজারের লোকেরা উঠল এবং দোকান বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করল। এটি দেখে তিনি বললেন এই আয়াতটি “رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ” এমন লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত: ৩৭ এর পাদটীকা, ৮/২৬০৭)

سُبْحٰنَ اللّٰه ! এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের কাছে নামাযের গুরুত্ব ব্যবসা, বাণিজ্য এবং দোকানদারী থেকে বাস্তবে বেশি ছিল, তাই তারা ইকামতের

আওয়াজ শুনেই সবকিছু বন্ধ করে নামাযের জন্য উপস্থিত হতেন। আর এখনকার মুসলমানদের অবস্থা সবার জানা যে, দোকানের পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও জামাতের সাথে নামায আদায় করার জন্য উপস্থিত না হয়ে নিজেদের দোকানদারীতে ব্যস্ত থাকেন এবং এই কারণেও নামাযের জন্য হাজির হন না যে, দোকান বন্ধ হলে কোনো গ্রাহক যদি ফিরে যায় তবে ক্ষতি হবে। আল্লাহ পাক তাদের নামাযের গুরুত্ব বোঝার এবং সময়মতো জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুক।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: "কিছু ওলামায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি ব্যবসার ব্যস্ততার কারণে নামায ছেড়ে দেয়, তবে সেই বেনামাযী ব্যবসায়ীকে মক্কা মুকাররামার অত্যন্ত বড় কাফের ব্যবসায়ী উবাই বিন খালফের সাথে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।" (কিতাবুল কাবায়ের, ২১ পৃ:)

عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز　　جلد ادا کرلے تو آغفلت سے باز

ওমর ম্যা ছুটী হায় গার কোয়ি নামায

জলদ আদা কর লে তু আ গফলত সে বায

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❁❁❁　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭ থেকে ৯　উদার ব্যক্তি এবং ধৈর্যশীলদের পুরস্কার

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যখন আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষক ডাকবেন: ফজল (উদারতা) প্রাপ্তরা কোথায়? কিছু লোক দাঁড়াবে এবং তারা সংখ্যায় খুব কম হবে, তারা দ্রুত জান্নাতের দিকে চলতে শুরু

করবে। ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলবে: আমরা তোমাদের জান্নাতের দিকে দ্রুত যেতে দেখছি, তোমরা কে? তারা বলবে: আমরা ফজল প্রাপ্তরা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের ফজল কী ছিল? তখন তারা বলবে: যখন আমাদের উপর জুলুম করা হতো তখন আমরা ধৈর্যধারণ করতাম, এবং যখন আমাদের সাথে কেউ খারাপ আচরণ করত তখন আমরা উদারতা দেখাতাম, এবং যখন আমাদের সাথে অজ্ঞতা সুলভ আচরণ করা হতো তখন আমরা সহ্য করতাম। তাদের বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ করো! আমলকারীদের কী চমৎকার প্রতিদান! তারপর একজন ঘোষক ডাকবেন: ধৈর্যশীলরা কোথায়? কিছু লোক দাঁড়াবে যারা সংখ্যায় খুব কম হবে, তারা দ্রুত জান্নাতের দিকে চলতে শুরু করবে। ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলবে: আমরা তোমাদের জান্নাতের দিকে দ্রুত যেতে দেখছি, তোমরা কে? তারা বলবে: আমরা ধৈর্যশীলরা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের ধৈর্য কী ছিল? তারা বলবে: আমরা আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপর এবং তার অবাধ্যতা থেকে ধৈর্যধারণ করতাম (অর্থাৎ আনুগত্যের উপর অটল থাকতাম এবং অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতাম)। তাদের বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ করো! আমলকারীদের কী চমৎকার প্রতিদান!

আল্লাহ পাকের জন্য একে অপরকে ভালোবাসা পোষণকারী

তারপর একজন ঘোষক ডাক দিবেন: আল্লাহ পাকের জন্য একে অপরকে ভালোবাসাকারীরা কোথায়? তখন অল্প কিছু লোক দাঁড়াবে, তারাও দ্রুত জান্নাতের দিকে চলতে শুরু করবে। ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলবে: আমরা তোমাদের জান্নাতের দিকে দ্রুত যেতে

দেখছি, তোমরা কে? তারা বলবে: আমরা আল্লাহ পাকের জন্য একে অপরকে ভালোবাসতাম। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা কেমন ছিল? তখন তারা বলবে: আমরা আল্লাহ পাকের জন্যই একে অপরকে ভালোবাসতাম, তাঁরই জন্য সাক্ষাৎ করতাম, তাঁরই জন্য একে অপরের প্রতি নম্রতা দেখাতাম এবং তাঁরই জন্য একে অপরের জন্য খরচ করতাম। ফেরেশতারা তাদের বলবে: জান্নাতে প্রবেশ করো! আমলকারীদের কী চমৎকার প্রতিদান! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক তাদের জান্নাতে প্রবেশের পর হিসাব-নিকাশের জন্য মিজান স্থাপন করবেন।” (আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, ১৮/৬১৭, হাদিস: ৪৫৮৮)

بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل   نام غفّار ہے ترا یارب

বে সাবাব বখশ দেয় না পুছ আমল   নাম গাফফার হ্যা তেরা ইয়া রব

(যওকে নাত, ৮৪ পৃ:)

জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন (ঘটনা)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, একজন অসুস্থ মহিলা (যাকে পাগলামীর অবস্থা আক্রমণ করত) রাসূলুল্লাহর দরবারে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন: “যদি তুমি চাও তো আমি তোমার জন্য রব্বে করীমের কাছে দোয়া করি যে তিনি তোমাকে শেফা দান করুক, আর যদি তুমি চাও তো ধৈর্যধারণ করো এবং তোমার কোনো হিসাব হবে না।” এটি শুনে সে বলল: আমি ধৈর্যধারণ করব, আমার কাছ থেকে যেন কোনো হিসাব-নিকাশ নেওয়া না হয়। (আল-ইহসান বিত তারতীব সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪/২৪৮, হাদিস: ২৬৯৮)

﴾১০﴿ অন্ধদের জন্য সুসংবাদ

আল্লাহ পাকের দানে গায়েবের খবর দানকারী প্রিয় ও আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "দ্বীন জানার পর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা যাতে বান্দাকে লিপ্ত করা হয় তা হলো দৃষ্টিশক্তি হারানো। অতএব, যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করল যতক্ষণ না সে এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করল, তার কোনো হিসাব হবে না।"

(মুসনদে বাযযার, ১০/২৪৪, হাদিস: ৪৩৪২)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কিছু বর্ণনায় এক চোখের দৃষ্টিশক্তি শেষ হওয়ার উপরও এই ফযিলত এসেছে। চোখ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে এ দুটি থেকে বেশি অন্য কোনো জিনিসকে ভালোবাসে না।" হিব্রুল উম্মত (অর্থাৎ উম্মতের মহান আলেম) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا যখন অন্ধ হয়ে গেলেন, তখন এই কবিতাটি পড়তেন:

اِنْ يُّذْهِبِ اللهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُوْرَهُمَا   فَفِيْ لِسَانِيْ وَقَلْبِيْ لِلْهُدٰى نُوْرٌ

অনুবাদ: যদি আল্লাহ পাক আমার চোখের জ্যোতি নিয়ে যান তো কী হয়েছে? আমার জিহ্বা ও হৃদয়ে তো হেদায়েতের জ্যোতি আছে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪/২৮, হাদিস: ১৫৪৯ এর অধীনে)

দৃষ্টিশক্তি হারানো অসন্তুষ্টির কারণ নয়

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী বিন খালাফ ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের অন্ধ হয়ে যাওয়া আল্লাহ পাকের তার উপর অসন্তুষ্টির কারণে নয়, বরং আল্লাহ পাক তার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন। হয়তো তার থেকে এমন কোনো খারাপ জিনিস দূর

www.dawateislami.net

করে দেন যার কারণ তার চোখ হতো এবং আখিরাতে এমন শাস্তি পেত যা সে সহ্য করতে পারত না অথবা তার পূর্ববর্তী পাপগুলোকে মুছে দেন যে, শরীরের কোনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিই দুনিয়াতে তার বদলা হতে পারে যাতে কিয়ামতের দিন সে গুনাহমুক্ত হয়ে তার রব্বে করীমের সাথে সাক্ষাৎ করে, অথবা এই মুসিবতের মাধ্যমে সে সেই সাওয়াবের স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে সে তার আমলের মাধ্যমে পৌঁছাতে পারত না। অন্যান্য সকল মুসিবতের ব্যাপারও একই রকম। অতএব, যে চোখ চলে যাওয়া বা অন্য কোনো অঙ্গ হারানোর মুসিবতে লিপ্ত হয়েছে, তার উচিত এই মুসিবতকে ধৈর্য ও শোকরিয়া এবং সাওয়াবের আশার সাথে গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নেওয়া পরীক্ষার উপর সন্তুষ্ট থাকা, কারণ এই মুসিবতের বিনিময়ে সে খুব ভালো এবং অনেক বড় বিনিময় পাবে আর তা হলো জান্নাত। **(শরহে সহীহ বুখারী লি ইবনে বাত্তাল, ৯/৩৭৭)**

গায়েবের খবর

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার শুশ্রূষার জন্য এলেন এবং বললেন: "এই অসুস্থতায় কিছুটা কষ্ট অবশ্যই আছে, কিন্তু এটি তোমাকে ক্ষতি করবে না। তবে তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন আমার দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর তুমি দীর্ঘ আয়ু পাবে এবং তোমার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে?" আমি বললাম: সাওয়াবের আশা রেখে আমি ধৈর্যধারণ করব। তিনি বললেন: "তবে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর রাসূল আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওফাতের পর হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অন্ধ হয়ে গেলেন। **(মু'জামুল কাবীর, ৫/২১১, হাদিস: ৫১২৬, সংগৃহীত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রতিপালকের দানে তার গোলামদের হায়াত সম্পর্কেও অবগত আছেন এবং তাদের সাথে যা কিছু ঘটতে চলেছে তাও জানেন। কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াত থেকে রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গায়েবের জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে শুধুমাত্র একটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে, যেমন পারা ৩০ সূরা আত-তাকবীরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বাণী রয়েছে:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং এই নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন।"

سر عرش پر ہے تری گُزر دلِ فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و مُلک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

সারে আরশ পর হী তেরি গুযার দিলে ফারশ পর হ্যা তেরি নযর
মালাকুত ও মুলক ম্যা কোয়ি শে নেহী ওহ জো তুঝ পে ইয়াঁ নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, ১০৯ পৃ:)

﴾১১﴿ হজ্ব ও ওমরা সফরে ইন্তেকালের ফযিলত

সকল মুসলমানের আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরার জন্য বের হলো এবং পথে ইন্তেকাল করল, তাকে তাঁর সামনে আনা হবে না এবং হিসাবও হবে না এবং তাকে বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ করো।" (মু'জামুল আওসাত, ৪/১১১, হাদিস: ৫৩৮৮)

طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہرِ شفاعت نگر کی ہے

তায়বা মে মার কে ঠান্ডে চলে যাও আঁখে বন্দ
সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফাআত নাগার কী হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২২২ পৃ:)

﴾১২﴿ সন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তির পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: “হিসাব-নিকাশের কঠোরতার সম্মুখীন হবে না সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যে সাওয়াবের আশায় ক্ষুধা সহ্য করেছে।” (তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৬/২৭৮)

قلیل روزی پہ دو قناعت فُضول گوئی سے دے دو نفرت
دُرود پڑھتا رہوں بکثرت نبیِ رحمت شفیعِ اُمّت

কলিল রুযি পে দো কনাআত ফুযুল গোয়ি সে দে দো নফরত
দুরুদ পড়তা রাহুঁ বা কাসরত নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৮ পৃ:)

﴾১৩ থেকে ১৫﴿ শিক্ষার্থী, অনুগত স্ত্রী এবং সন্তান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবস্থা অনুযায়ী জরুরি এবং নেক অনুগত স্ত্রী আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক মহান উপহার এবং বাবা-মায়ের সাথে ভালো আচরণকারী সন্তানেরও কী চমৎকার ব্যাপার! হাদিসে পাকে রয়েছে: “ছাত্র, অনুগত স্ত্রী এবং বাবা-মায়ের সাথে ভালো আচরণকারী সন্তানগণ নবীগণের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) সাথে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড: ৯, ৫/৬৯, হাদিস: ২৮৮২৪)

﴾১৬﴿ মুসলমানের প্রয়োজন পূরণের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য চলে, আল্লাহ পাক তার প্রতি কদমে ৭০টি নেকী লিখেন। যদি প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তবে প্রয়োজন পূরণকারী ব্যক্তি গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন সে সেদিন ছিল যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। আর যদি প্রয়োজন পূরণের সময় ইন্তেকাল করে, তবে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩/১৬, হাদিস: ২৭৮১)

مچلا ہے کہ رحمت نے اُمید بندھائی ہے　　　کیا بات تِری مجرم کیا بات بَنائی ہے

মাচলা হ্যা কেহ রহমত নে উম্মিদ বান্দাহয়ী হ্যা
কিয়া বাত তেরি মুজরিম কিয়া বাত বানায়ী হ্যা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯২ পৃ:)

﴾১৭﴿ সন্তানের ভালো লালন-পালনকারীর জন্য সুসংবাদ

সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো শিশুকে প্রতিপালন করল যতক্ষণ না সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলতে শুরু করল (অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে শুরু করল), আল্লাহ পাক সেই প্রতিপালনকারীর হিসাব নিবেন না।"

(মু'জামুল আওসাত, ৩/৩৭০, হাদিস: ৪৮৬৫)

হাদিসের ব্যাখ্যা: এই আমলের পুরস্কারস্বরূপ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পাঠানো হবে। এছাড়াও "হিসাব না হওয়া" দ্বারা এটিও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তার হিসাব সহজ হবে এবং সালামতির সাথে শেষ হবে।

অতএব, হিসাবে কোনো ক্ষতি বা কষ্ট না হওয়ার কারণে এটিকে বাড়িয়ে "বিনা হিসাব" শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

(ফয়জুল কাদীর, ১/১৭৪, হাদিস: ৮৬৯৬ এর অধীনে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন আপনারা! সন্তানের সঠিক লালন-পালন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা-মাতা সন্তানের লালন-পালনের সঠিক হক আদায় করেন না এবং শৈশবে ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখান না। যখন সেই সন্তান বড় হয়, তখন এমন পিতা-মাতা তাদের সন্তানের অবাধ্যতার জন্য আফসোস করতে দেখা যায়। বাবা-মায়েদের উচিত শৈশব থেকেই তাদের সন্তানদের লালন-পালন শরীয়ত ও সুন্নাহ অনুযায়ী করা। শিশু ভেবে তাদের ছাড় দেওয়া উচিত নয় এবং এই বলে তাদের লালন-পালন উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, এখনও তো শিশু, বড় হলে নিজে বুঝবে। যারা তাদের সন্তানদের লালন-পালনের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেন না, তাদের দুনিয়াবী শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু সন্তান নামায পড়ুক বা না পড়ুক সে বিষয়ে মোটেও পরোয়া করেন না, তারাই পরে আফসোস করছেন। মনে রাখবেন! সন্তানের লালন-পালন শুধু এই জিনিসের নাম নয় যে, তাদের দুনিয়াবী শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে, বরং তাদের আল্লাহ পাক এবং রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত বানানোর চেষ্টা করাও পিতা-মাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এক ব্যক্তিকে বললেন: "তোমার সন্তানের ভালো লালন-পালন করো, কারণ তোমার সন্তান সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তার কেমন লালন-পালন করেছো এবং তুমি তাকে কী শিখিয়েছো?" **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪০০, হাদিস: ৮৬৬২, সংক্ষিপ্ত)**

یارب بچالے تو مجھے نارِ جَحِیم سے　　اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو

ইয়া রব বাচালে তু মুঝে না-রে জাহীম সে
আউলাদ পর ভী বলকে জাহান্নাম হারাম হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃ:)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　❀❀❀　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

দরুদ শরীফের ফযিলত ১
উককাশা এগিয়ে গেলেন..১
বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ৩
তুমি বিনা হিসাবে ক্ষমা করো..৩
প্রতি হাজারের সাথে ৭০ হাজার জান্নাতী ৪
৪০০ কোটি ৯০ লাখ ৫
ভালো ধারণা, ভালো ফল..৬
বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আমলসমূহের বর্ণনা ৭
﴾১﴿ আউলিয়াদের শান ৭
﴾২, ৩﴿ শহীদগণ এবং ক্ষমাশীলগণ ৮
﴾৪ থেকে ৬﴿ আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং সৎব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ..১০
সফল ব্যবসায়ী (Business Man) ১১
﴾৭ থেকে ৯﴿ উদার ব্যক্তি এবং ধৈর্যশীলদের পুরস্কার ১২
আল্লাহ পাকের জন্য একে অপরকে ভালোবাসা পোষণকারী..................................১৩
জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন (ঘটনা) ১৪
﴾১০﴿ অন্ধদের জন্য সুসংবাদ ১৫
দৃষ্টিশক্তি হারানো অসন্তুষ্টির কারণ নয় ১৫
গায়েবের খবর..১৬
﴾১১﴿ হজ্ব ও ওমরা সফরে ইন্তেকালের ফযিলত..১৭
﴾১২﴿ সন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তির পুরস্কার..১৮
﴾১৩ থেকে ১৫﴿ শিক্ষার্থী, অনুগত স্ত্রী এবং সন্তান ১৮
﴾১৬﴿ মুসলমানের প্রয়োজন পূরণের ফযিলত..১৯
﴾১৭﴿ সন্তানের ভালো লালন-পালনকারীর জন্য সুসংবাদ..................................১৯
সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে..২১

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

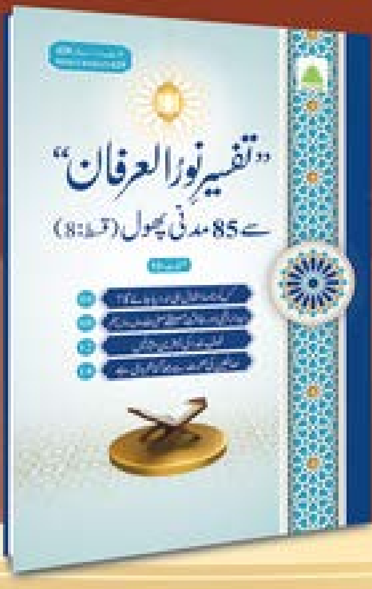

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭১৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net